

💵 লা-তাহযান [হতাশ হবেন না]

বিভাগ/অধ্যায়ঃ লা-তাহ্যান - অনুচ্ছেদ সূচি রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. আয়িদ আল করনী

১৪৪. এ বিশ্ব জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করুন

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করে ও এর মূল্যায়ন করে আপনি শান্তি পাবেন। মহান আল্লাহ বলেন-"অতপর আমি তা দিয়ে সুশোভিত বাগান উৎপন্ন করি।" (২৭-সূরা আন নামলঃ আয়াত-৬০)

"বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমরা দেখ।" (১০-সুরা ইউনুসঃ আয়াত-১০১)

"আমাদের প্রভু হলেন তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন অতপর এটাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।" (২০-সূরা ত্বাহাঃ আয়াত-৫০)

উজ্জ্বল সূর্য, ঝলমলে তারা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ফলমূল, বায়ু ও পানি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। "অতএব, সর্বোত্তম স্রস্টা আল্লাহ কতইনা বরকতময়।" (২৩-সূরা আল মু'মিনূনঃ আয়াত-১৪) একজন আরব কবি বলেছেন-

وفِي كلّ شيءٍ لَهُ آية * تَدُلّ على أنّهُ الواحِدُ

"প্রত্যেক বস্তুর মাঝে তার নিদর্শন আছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি এক।"

প্রসিদ্ধ আরব কবি ইলিয়া আবু মাদ্বী বলেছেন-

أيهذا الشّاكي وما بك داء * كيف تغدو اذا غدوت عليلا اترى الشّوك في الورود وتعمى * أن ترى فوقها النّدى إكليلا والذي نفسه بغير جمال * لا يرى في الوجود شيئا جميلا

- ১. "হে অভিযোগকারী, (তুমি অভিযোগ করছ) অথচ তোমার তো কোন অসুবিধা (অভিযোগের কারণ) নেই, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করবে? (অথচ তুমি সুস্থ অবস্থায় অভিযোগ করছ!)
- ২. তুমি কি গোলাপের কাটাই শুধু দেখতে পাচ্ছ? আর ফুলের উপরের মালার মত শিশির বিন্দু দেখতে পাচ্ছ না?!
- ৩. যে নিজেই অসুন্দর সে প্রকৃতিতে সুন্দর কোন কিছু দেখতে পায় না।

"তারা কি উটের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে" (৮৮-সূরা আল গাশিয়াহ: আয়াত-১৭) আইনস্টাইন বলেছেন যে- যে ব্যক্তি বিশ্ব জগত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সে বুঝতে পারে যে, যে সত্তা একে সৃষ্টি করেছেন তিনি মহাজ্ঞানী এবং তিনি ঘুঁটি দিয়ে জুয়া-পাশা খেলছেন না।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

যিনি প্রতিটি জিনিসকেই উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। (৩২-সূরা আস সাজদাহঃ ৭)



مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقّ

"আমি এতদুভয়কে অযথা সৃষ্টি করেনি।" (৪৪-সূরা আদ দেখানঃ আয়াত-৩৯) অর্থাৎ আমি এদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছি যে কে অনুগত আর কে অনুগত নয় আর তার পর অনুগতদেরকে পুরস্কার দিতে ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি দিতে ।

"তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছে?" (২৩-সূরা আল মু'মিনূনঃ আয়াত-১১৫)

এসব আয়াতের অর্থ এই যে, ঐশী জ্ঞান অনুযায়ী সব কিছুই পরিকল্পিত ও পরিমিত। আর যে ব্যক্তিই সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে সেই বুঝতে পারে যে, একজন শক্তিমান আল্লাহ আছেন যিনি সবকিছুকে টিকিয়ে রাখেন ও সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করেন এবং সবকিছু অবস্থার সাথে মিল রেখে হঠাৎ (যখন যেমন তখন তেমন) ঘটে এ কথা ভুল অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত বিধিমতে ঘটে একথা সত্য।

"সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে।" (৫৫-সূরা আর রাহমানঃ আয়াত-৫)

"সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রের নাগাল পায় আর রাতও দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করছে।" (৩৬-সূরা ইয়াসিনঃ আয়াত-৪০)

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7653

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন